সারাংশ

ভগিনী নিবেদিতা একজন অ্যাংলো আইরিশ বংশোদ্ভুত সমাজকর্মী, লেখিকা এবং স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যা হিসেবে বেশি পরিচিত। স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার পর থেকে তিনি মনস্থির করেন ভারতকে তাঁর কর্মক্ষেত্র হিসাবে মেনে নিতে। ১৮৯৮ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ নভেম্বর তিনি কলকাতায় একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং এর সঙ্গে তিনি নানা ধরনের কল্যাণমূলক কাজের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। সকল বর্ণের ভারতীয় নারীর জীবন যাত্রার উন্নতির লক্ষ্যে তিনি কাজ শুরু করেন। অন্যদিকে বেগম রোকেয়া একটি বিখ্যাত মুসলিম পরিবারে জন্মেছিলেন এবং সারাজীবন কখনই মুসলিম ধর্মের আবেগ ও রীতি রেওয়াজ থেকে বেরিয়ে আসেননি বরং তিনি বিশ্বাস করতেন যে "ধর্মই হল জাতীয়তাবোধ, আধ্যাত্মিকতা, নৈতিক অগ্রগতির উৎস" ('মতিচূর', ২য় খণ্ড, প্রবন্ধ 'নূর'-ই- ইসলাম', পৃ. ৭১)। যদিও আজকের দিনে মেয়েরা অনেকাংশ ক্ষেত্রেই স্বাধীনতা লাভ করেছে। তবে তার বেশিরভাগই পুরুষ জাতির ইচ্ছা আর সহানুভূতির সার্বিক ক্ষমতায়নে সহায়ক নয়। তিনি লিখেছেন, "আমরা ভিক্ষা বা সহানুভূতি চাই না, আমরা চাই জন্মগত অধিকার, যা ইসলাম ধর্ম মহিলাদের ১৩০০ বছর পূর্বেই দেওয়ার কথা বলেছেন।" বর্তমান এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য গুলি ছিল- ১। শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে নিবেদিতা এবং রোকেয়ার চিন্তা ভাবনাকে খুঁজে বের করা এবং তার বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা নির্ধারণ করা। ২। শিক্ষার পাঠ্যক্রম সম্পর্কে নিবেদিতা এবং রোকেয়ার চিন্তা ভাবনাকে খুঁজে বের করা এবং তার বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা নিরূপণ করা। ৩। শিক্ষা দানের পদ্ধতি সম্পর্কে নিবেদিতা এবং বেগম রোকেয়ার যে দৃষ্টিভঙ্গি তা খুঁজে বের করা এবং তার বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা নিরূপণ করা। ৪। শৃঙ্খলা সম্পর্কে নিবেদিতা এবং বেগম রোকেয়ার মনোভাবকে খুঁজে বের করা এবং তার বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা বোঝার চেষ্টা করা। ৫। ভগিনী নিবেদিতা এবং বেগম রোকেয়ার সমাজ ভাবনাকে আলোচনা করা এবং তার বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা আলোচনা করা। ৬। ভগিনী নিবেদিতা এবং বেগম রোকেয়ার শিক্ষাভাবনা এবং সমাজভাবনা বর্তমান সমাজের সাম্প্রদায়িক হিংসা দূরীকরণে কতখানি প্রাসঙ্গিকতা ব্যাখ্যা করা। ৭। সাম্প্রতিক কালের সমস্যা – দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য তাঁদের চিন্তাভাবনার যে দূরদর্শিতা তা খুঁজে বের করা। এই গবেষণাতে গবেষিকা নিম্নলিখিত উৎগুলি থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করেছেন। (ক) প্রাথমিক উৎসসমূহ– বেগম রোকেয়ার

রচনাবলী, বেগম রোকেয়ার চিঠিপত্র, বেগম রোকেয়ার ছবি, Complete works of Nivedita, Letters of Nivedita, pictures and documents on Nivedita ইত্যাদি।

(খ) গৌন উৎসসমূহ – বেগম রোকেয়া এবং ভগিনী নিবেদিতা সম্বন্ধে রচিত বিভিন্ন পুস্তক সমূহ, গবেষণাপত্র এবং গবেষণা অভিসন্দর্ভ, সমকালের বিভিন্ন পত্রপত্রিকা এবং সংবাদপত্রের কাটিং ইত্যাদি। বর্তমান গবেষিকা চার জন প্রথিতযশা অধ্যাপক যারা নিয়মিতভাবে ভগিনী নিবেদিতা এবং বেগম রোকেয়াকে নিয়ে চর্চা করেন তাঁদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছেন। এই সাক্ষাৎকারটিতে পূর্বপরিকল্পিত প্রশ্নমালা গবেষিকা ব্যবহার করেছেন।

গবেষিকা গবেষণায় ব্যবহৃত প্রাথমিক উৎস এবং গৌণ উৎস থেকে নিবেদিতা এবং রোকেয়া সম্বন্ধে যে সকল তথ্য পেয়েছেন সেগুলির অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করেছেন, প্রাপ্ত তথ্যগুলির সত্যতা যাচাই করেছেন এবং এই উৎসগুলি সম্বন্ধে বিভিন্ন সমালোচকের বিশ্লেষণ গুলিকে মনোযোগ সহকারে পাঠ করেছেন এবং সেই অনুযায়ী গবেষণাটিকে দাঁড় করিয়েছেন। এই গবেষণাতে শিক্ষার লক্ষ্য, পাঠ্যক্রম, শিক্ষণ পদ্ধতি এবং শৃঙ্খলা সম্পর্কে ভগিনী নিবেদিতা ও বেগম রোকেয়ার দৃষ্টিভঙ্গিকে পুনরায় অনুসন্ধান করা হয়েছে এবং বর্তমান সমাজে তার প্রাসঙ্গিকতা কে তুলে ধরা হয়েছে। তাছাড়াও আধুনিক বিভিন্ন ধরনের সামাজিক সমস্যা দূরীকরণে তাঁদের চিন্তা ভাবনার যে দূরদর্শিতা সেদিকেও আলোকপাত করা হয়েছে।

****